সত্যমেব জয়তে

পঞ্চায়েত সাধারণ নির্বাচন সম্পর্কে রাজনৈতিক দলসমূহ ও প্রার্থীদের জন্য আদর্শ আচরণ বিধি

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নির্বাচন কমিশন
১৮ সরোজিনী নাইডু সরণী
কলকাতা - ৭০০০১৭

পঞ্চায়েত সাধারণ নির্বাচন সম্পর্কে রাজনৈতিক দলসমূহ ও প্রার্থীদের জন্য আদর্শ আচরণ বিধি যা নির্বাচনের দিন ঘোষণার সময় থেকে কার্যকর হবে এবং নির্বাচন শেষ না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

১। সাধারণ আচরণ ঃ

নিম্নলিখিত কাজগুলি থেকে সব দল ও প্রার্থী বিরত থাকবেন ঃ—

১) বিভিন্ন বর্ণ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে উত্তেজনা বা ঘৃণা অথবা ধর্ম বা ভাষাগত বৈষম্য সৃষ্টি বা বৃদ্ধি করতে পারে এমন কাজকর্মে লিপ্ত হওয়া,

২) ব্যক্তিগত জীবনের বিভিন্ন দিক যার সত্যতা প্রমাণিত হয়নি এমন সব অভিযোগের ভিত্তিতে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ও দলের সমালোচনা করা (শুধু দলীয় নীতি ও কর্মপন্থার মধ্যে সমালোচনা সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।)

৩) ভোট আদায়ের জন্য বর্ণগত, সম্প্রদায়গত বা ধর্মীয় অনুভূতিতে উস্কানি দেওয়া।

৪) কোন উপাসনার স্থানকে নির্বাচনী প্রচারের ক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহার করা,

৫) দুর্নীতি মূলক অপকর্ম ও নির্বাচন আইন অনুযায়ী অপরাধ হিসাবে পরিগণিত যেসব আচরণ—যেমন; ঘুষ দেওয়া, ভীতি প্রদর্শন করা, মিথ্যা পরিচয় দেওয়া, ভোট দাতাদের যানবাহনে নিয়ে যাওয়া, ভোটের দিন কোনো ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ১০০ মিটারের মধ্যে ভোট চাওয়া বা প্রচার করা, ভোট শেষ হওয়ার আগে ৪৮ ঘন্টার মধ্যে নির্বাচনী সভার অনুষ্ঠান করা ইত্যাদি,

৬) কোন ব্যক্তি বিশেষের বাসস্থানের সামনে কোন রকম বিক্ষোভ প্রদর্শন করা বা পিকেটিং করা,

৭) প্রতিদ্বন্ধী দল বা প্রার্থী আয়োজিত কোন সভা, মিছিল ইত্যাদি পন্ড করতে পারে বা সেগুলিতে গোলযোগ ঘটাতে পারে এমন সব কাজকর্মে লিপ্ত হওয়া,

৮) আর্থিক বা অন্য কোনভাবে ভোটাদাতাকে প্রভাবিত করা,

৯) প্রতিদ্বন্দী দলের পোষ্টার ছিঁড়ে দেওয়া

২। প্রচারকালীন আচরণ ঃ

১) কোন রাজনৈতিক দল বা প্রার্থী তার অনুগামীদের কোন ব্যক্তি বিশেষের জমি, ভবন, সীমানা প্রাচীর ইত্যাদি ঐ ব্যক্তি বিশেষের অনুমতি ব্যতিরেকে পতাকা দণ্ড স্থাপন করা, ব্যানার ঝোলানো, বিজ্ঞপ্তি লাগানো, স্লোগান লেখা ইত্যাদির জন্য ব্যবহার করতে দেবেন না। কোনও সরকারী সম্পত্তি এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না।

২) কোন রাজনৈতিক দল বা প্রার্থী বিশাল অতিরিক্ত বড় মাপের কাট-আউট, হোর্ডিং, ব্যানার ইত্যাদি ব্যবহার করবেন না বা ব্যবহারের অনুমতি দেবেন না এবং সাধারণভাবে অর্থ শক্তির জমকালো প্রদর্শন থেকে বিরত থাকবেন।

৩) বেআইনী, অপরাধমূলক বা আপত্তিকর বিষয়াদি সম্বলিত কোন লেখা প্রকাশনার ক্ষেত্রে দায়িত্ব নির্ধারণ করার উদ্দেশ্যে কোন নির্বাচনী পুস্তিকা বা পোষ্টার মুদ্রক ও প্রকাশকের পরিচয় ছাড়া মুদ্রিত বা প্রকাশিত হবে না।

৪) সকাল ৬টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত সময় বাদ দিয়ে অন্য কোন সময় কোন রাজনৈতিক দল বা প্রার্থী লাউড স্পিকার ব্যবহার করবেন না এবং এ ধরনের নিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের ক্ষেত্রেও আইন অনুযায়ী অনুমতি নিতে হবে। এর সাথে রুগ্ন, বৃদ্ধ ও অশক্ত ব্যক্তিদের কথা বিশেষভাবে বিবেচনা করতে হবে। কোন পাবলিক পরীক্ষা (যেমন মাধ্যমিক পরীক্ষা, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা ইত্যাদি) শুরু হওয়ার তিনদিন আগে থেকে পরীক্ষা শেষ হওয়ার দিন পর্যন্ত কোন সময়েই লাউড স্পীকার ব্যবহার করা যাবে না।

৩। সভা ঃ

১) কোন দল বা প্রার্থী প্রস্তাবিত কোন সভার স্থান ও সময় সম্পর্কে স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষকে সময় থাকতেই অবহিত করবেন যাতে পুলিশ যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করা ও শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

২) সভার জন্য প্রস্তাবিত স্থানে কোন নিয়ন্ত্রণমূলক আদেশ বা নিষেধাজ্ঞা বলবৎ আঁছে কিনা তা আগেই জেনে নেবেন। যদি এ ধরনের কোন আদেশ থাকে, তা কঠোর ভাবে মেনে চলতে হবে। এ ধরনের আদেশ থেকে কোন অব্যাহতি প্রয়োজন হলে তার জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করতে হবে এবং সময় থাকতেই তা পেতে হবে।

৩) লাউড স্পিকার ব্যবহারের জন্য বা প্রস্তাবিত সভার ক্ষেত্রে অন্য কোন সুবিধার জন্য কোন দল বা প্রার্থী অনেক আগেই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করবেন এবং অনুমতি বা লাইসেন্স নিয়ে নেবেন।

৪) কোন সভায় বিঘ্ন সৃষ্টিকারী বা অন্য কোনভাবে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিতে উদ্যত ব্যক্তিদের মোকাবিলা করার জন্য ঐ সভার সংগঠকরা অবশ্যই কর্তব্যরত পুলিশের সহায়তা চাইবেন। সংগঠকরা নিজেরা এধরনের ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন না।

৪। মিছিল ঃ

১) মিছিল সংগঠনকারী সকল প্রার্থী মিছিল শুরু করার সময় ও স্থান, মিছিলের গমন পথ এবং মিছিল শেষ হওয়ার সময় ও স্থান সম্পর্কে আগে থাকতেই সিদ্ধান্ত নেবেন। সাধারণভাবে এই কর্মসূচি থেকে কোন বিচ্যুতি ঘটবে না।

২) পুলিশ যাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণ করতে পারে সে উদ্দেশ্যে সংগঠকরা স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষকে কর্মসূচিটি আগাম জানিয়ে দেবেন।

৩) মিছিল যেসব অঞ্চলের মধ্য দিয়ে যাবে সেই সব অঞ্চলে কোন নিয়ন্ত্রণ মূলক আদেশ বলবৎ আছে কিনা সংগঠকরা জেনে ঐসব নিয়ন্ত্রণ মান্য করে চলবেন। যানবাহন চলাচল সংক্রান্ত কোন নিয়ন্ত্রণ থাকলে সেগুলিও মান্য করে চলবেন।

৪) যানবাহন চলাচলে যাতে কোন বাধা বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না হয় সে উদ্দেশ্যে সংগঠকরা মিছিলটি অতিক্রম করানোর জন্য আগে থেকেই ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। যদি মিছিলটি খুব দীর্ঘ হয় তাহলে যথোপযুক্ত দৈর্ঘ্যের ভিত্তিতে সেটিকে এমনভাবে ভাগ করে নিতে হবে যাতে সুবিধাজনক সময়ান্তরে বিশেষত যেসব জায়গায় মিছিলটি বিভিন্ন রাস্তার সংযোগস্থল অতিক্রম করবে সেই সব জায়গায় প্রচণ্ড যানজট এড়ানোর জন্য আটকে পড়া যানবাহনগুলি পর্যায়ক্রমে ছেড়ে দেওয়া যায়।

৫) মিছিলগুলিকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে যাতে সেগুলি যতটা সম্ভব রাস্তার ডান দিক ধরে চলে এবং কর্তব্যরত পুলিশের পরামর্শ কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে।

৬) যদি দুই বা তার বেশি রাজনৈতিক দল বা প্রার্থী একই গমনপথে বা তার অংশ বিশেষে প্রায় একই সময়ে মিছিল নিয়ে যেতে চায়, তাহলে সংগঠকরা অনেকটা আগে থেকেই সংযোগ স্থাপন করবেন এবং মিছিলগুলির মধ্যে যাতে সংঘাত না হয় বা সেগুলি যাতে যানবাহন চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে তা নিশ্চিত করার জন্য ব্যবস্থাদি গ্রহণ করবেন। সন্তোষজনক ব্যবস্থাপনায় উপনীত হওয়ার উদ্দেশ্যে স্থানীয় পুলিশের সহায়তা নিতে হবে। এই উদ্দেশ্যে দলগুলি সর্ব প্রথম সুযোগেই পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।

৭) অবাঞ্ছিত লোকজন, বিশেষ করে উত্তেজনার মুহূর্তে অপব্যবহার হতে পারে এমন জিনিসপত্র বহন করছেন যেসব মিছিলকারী তাদের বিষয় রাজনৈতিক দলগুলি বা প্রার্থীরা নিয়ন্ত্রণ আরোপ করবেন।

৮) অন্য রাজনৈতিক দলের সদস্য বা তাদের নেতৃবৃন্দের কুশপুতুল বয়ে নিয়ে যাওয়া, জন সমক্ষে ঐ সব কুশপুতুল পোড়ানো এবং এই ধরনের অন্যান্য বিক্ষোভে কোনো রাজনৈতিক দল বা প্রার্থী সায় দেবেন না।

৫। ভোটগ্রহণের দিন ঃ

সমস্ত রাজনৈতিক দল এবং প্রার্থী

১) শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল ভোটদান সুনিশ্চিত করতে এবং ভোটদাতারা যাতে কোন রকম বিরক্তি বা বাধার সম্মুখীন না হয়ে তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা পান তা সুনিশ্চিত করতে ভোটগ্রহণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন।

২) তাঁদের প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মীদের পরিচয়পত্র বা ব্যাজ দেবেন। সেই পরিচয়পত্র বা ব্যাজে শুধুমাত্র কর্মীর নাম ও প্রার্থীর নাম থাকবে।

৩) ভোটদাতাদের তাঁরা যে পরিচয় জ্ঞাপক স্লিপ দেবেন সেটি সাদা কাগজে দেওয়া হবে এবং তাতে কোন প্রতীক, প্রার্থীর নাম বা দলের নাম থাকবে না।

৪) ভোট গ্রহণ শেষ হওয়ার নির্ধারিত সময়ের ৪৮ ঘণ্টা আগের থেকে মদ পরিবেশন বা বিতরণ করা যাবে না।

৫) বিভিন্ন দল ও প্রার্থীরা কর্মী এবং সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ এবং উত্তেজনা যাতে এড়ানো যায় সে উদ্দেশ্যে পোলিং বুথগুলির সামনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং প্রার্থী যেসব ক্যাম্প স্থাপন করেন সেখানে অযথা কোন জমায়েত হতে দেবেন না।

৬) প্রার্থীদের ক্যাম্পগুলি যাতে সাদাসিধে হয় এবং এ বিষয়ে যাতে সমস্তরকম নির্বাচনী বিধি নিষেধ মেনে চলা হয় তা সুনিশ্চিত করবেন;

৭) ভোট গ্রহণের দিন যান চলাচলের উপর যে সমস্ত নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছে সেগুলি মেনে চলার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন এবং যানবাহনগুলির জন্য অনুমতি পত্র আগের থেকে সংগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট যানবাহনে সেগুলি স্পষ্টভাবে প্রদর্শন করবেন।

৬। ভোটগ্রহণ কেন্দ্র ঃ

ভোটগ্রহণ চলাকালীন ভোটদাতারা এবং পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (নির্বাচন পরিচালন) নিয়মাবলী, ২০০৬ এর ৪৯ নং নিয়মানুযায়ী প্রাধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরাই কেবল ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে প্রবেশ করার আধিকারী এবং ঐ নিয়মাবলীর ১০১ নং নিয়মানুযায়ী অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরাই শুধুমাত্র ভোটগণনাস্থলে প্রবেশ করতে পারেন।

ভোটদাতারা যাতে কোনও কেন্দ্রীয় বা রাজ্যমন্ত্রী, প্রধান, উপপ্রধান, সভাপতি, সহকারি সভাপতি, সভাধিপতি, সহকারি সভাধিপতি বা অন্যান্য পঞ্চায়েত সদস্যাদের উপস্থিতিতে প্রভাবিত না হন সেজন্য ঐ সমস্ত পদাধিকারী ব্যক্তি তাঁদের ভোট দেওয়ার সময় ছাড়া কোন পোলিং বুথে প্রবেশ করবেন না।

৭। অবজার্ভার ঃ

রাজ্য নির্বাচন কমিশন নির্বাচন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণের জন্য অবজার্ভার নিয়োগ করবে। ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া সম্বন্ধে কোন প্রার্থী বা দলের অভিযোগ থাকলে সেটা অবজার্ভারের নজরে আনতে পারেন।

৮। ক্ষমতাসীন দল ঃ

কেন্দ্র বা রাজ্যস্তরে বা সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতে যে দল ক্ষমতায় আসীন রয়েছে সেই দল তার সরকারি ক্ষমতা নির্বাচনী প্রচারের কাজে ব্যবহার করবেন না।

১) (ক) কোন কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারি কর্তৃপক্ষ বা চেয়ার পার্সন, গ্রাম পঞ্চায়েত/পঞ্চায়েত সমিতি/জেলা পরিষদ বা অন্যান্য সদস্য নির্বাচনী কাজে সরকারি প্রশাসন যন্ত্র বা কর্মীবর্গকে কাজে লাগাবেন না;

(খ) ক্ষমতাসীন দলের স্বার্থানুকূল্যের উদ্দেশ্যে পঞ্চায়েতের গাড়ি সহ কর্তব্যরত কোনো সরকারি গাড়ি, প্রশাসন যন্ত্র এবং কর্মীবর্গকে কাজে লাগানো যাবে না; এই বিধিনিষেধ কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকারের মন্ত্রীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

২) নির্বাচনী সভা করবার ময়দান প্রভৃতি সরকারি জায়গা যে কোন স্তরের ক্ষমতাসীন দল একচেটিয়া ভাবে ব্যবহার করতে পারবে না। ক্ষমতাসীন দল যে শর্ত সাপেক্ষে ঐসব জায়গা ব্যবহার করে অন্যান্য দল ও প্রার্থীকেও ঐ একই শর্ত ও কড়ার সাপেক্ষে তা ব্যবহার করতে দিতে হবে;

৩) সরকারী গেস্টহাউস, ডাক বাংলো বা পঞ্চায়েতের নিয়ন্ত্রণাধীন অন্যান্য আবাসস্থান পক্ষপাতহীন পদ্ধতিতে অন্যান্য দল বা প্রার্থীকে ব্যবহার করতে দিতে হবে;

৪) আদর্শ আচরণবিধি বলবৎ থাকাকালে ক্ষমতাসীন দল তাদের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে সরকারি বা পঞ্চায়েত কোষাগার থেকে অর্থ ব্যয় করে তাদের বিভিন্ন সাফল্য সম্পর্কে সংবাদ পত্রে বা অন্যান্য প্রচার মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিতে পারবে না;

৫) নির্বাচনের দিন ঘোষণা থেকে আরম্ভ করে নির্বাচন শেষ না হওয়া পর্যন্ত কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকার বা পঞ্চায়েত সভার কোন প্রাধিকার বিবেচনামূলক তহবিল থেকে কোন অনুদান মঞ্জুর করবেন না; এবং

৬) কোন পঞ্চায়েতের নির্বাচনের দিন ঘোষণা হওয়ার পর থেকে নির্বাচন শেষ না হওয়া পর্যন্ত কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকার বা গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা পরিষদ সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত এলাকার সুবিধার জন্য—

(ক) কোন আর্থিক অনুদান ঘোষণা করবেন না বা তার জন্য কোন প্রতিশ্রুতি দেবেন না;

(খ) যে কোন ধরনের প্রকল্প বা কর্ম প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর ইত্যাদি স্থাপনের অনুমতি দেবেন না;

(গ) রাস্তাঘাট তৈরি, পানীয় জলের সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা ইত্যাদির ব্যাপারে কোন প্রতিশ্রুতি দেবেন না, অথবা

(ঘ) কোন নতুন কর্মপ্রকল্প বা প্রকল্পের কথা ঘোষণা করবেন না বা এ বিষয়ে কোন প্রতিশ্রুতি দেবেন না বা ঐ কর্ম প্রকল্প বা প্রকল্পের কাজ শুরু করবেন না—

(ঙ) কোনও অস্থায়ী পদে কর্মী নিয়োগ করা যাবে না।

অবশ্য, চালু কর্মপ্রকল্প, অত্যাবশক মেরামতির কাজ, জনস্বাস্থ্য বা জনহিতের স্বার্থে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি এবং দুর্যোগ ও বিপর্যয় মোকাবিলা করতে ত্রাণের ব্যবস্থা এবং প্রয়োজন হতে পারে এমন যে কোনো জরুরি ব্যবস্থাদি এই নিয়ন্ত্রণের দ্বারা ব্যাহত হবে না।

ঃ মুদ্রক ঃ
সরস্বতী প্রেস লিমিটেড
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ)
কলকাতা ৭০০ ০৫৬